চা শিল্পে বঙ্গবন্ধুর অবদান

চা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান:

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৪ জুন ১৯৫৭ সাল হতে ২৩ অক্টোবর ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত প্রথম বাঙালি হিসাবে চা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত থেকে বাঙালি জাতিকে সম্মানিত করেন।
- তিনি চা বোর্ডের নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য ১১১-১১৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকায় ০.৩৭১২ একর জমি বরাদ্দ গ্রহণ করেন। তাঁর দিকনির্দেশনায় উক্ত বরাদ্দকৃত ভূমিতে চা বোর্ডের প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ করা হয়।
- তিনি ১৯৫৭ সালে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে টি রিসার্চ স্টেশনের গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করে উচ্চ ফলনশীল জাতের (ক্লোন) চা গাছ উদ্ভাবনের নির্দেশনা প্রদান করেন।
- চায়ের উচ্চফলন নিশ্চিত করতে সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে চট্টগ্রামের কর্ণফুলি এবং শ্রীমঙ্গলস্থ ভাড়াউড়া চা বাগানে উচ্চফলনশীল জাতের চারা রোপণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।
- তিনি "টি অ্যাক্ট-১৯৫০" সংশোধনের মাধ্যমে চা বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড (সিপিএফ) চালু করেছিলেন যা এখনও চালু রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান:

- রাষ্ট্র/ভোটাধিকারবিহীন চা শ্রমিকদের তিনি দেশ স্বাধীন হওয়ার পর নাগরিকত্ব দেন এবং ভোটাধিকার ক্ষমতা প্রদান করেন।
- বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে চা বাগান মালিকদেরকে ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকানা সংরক্ষণের অনুমতি প্রদান করেন।
- স্বাধীনতার পর "বাংলাদেশ টি ইন্ডাস্ট্রিজ ম্যানেজমেন্ট কমিটি (BTIMC)" গঠন করে মালিকানাবিহীন/পরিত্যাক্ত ৩৯টি চা বাগান পুনর্বাসন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এছাড়াও যুদ্ধে বিধ্বস্ত ৮টি পরিত্যক্ত বাগান ১৯৭৫ সালের মধ্যে বাগান মালিকদের নিকট পূনরায় হস্তান্তর করেন।
- তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত চা কারখানাগুলো পুনর্বাসনের জন্য ১৯৭২ সালে "ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া" থেকে ৩০ লাখ ভারতীয় মুদ্রা ঋণ গ্রহণ করতঃ চা শিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানি করেন।
- চা শিল্পের অস্তিত্ব রক্ষায় বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭২-১৯৭৪ সাল পর্যন্ত চা উৎপাদনকারীদের নগদ ভর্তুকি প্রদান করার পাশাপাশি ভর্তুকি মূল্যে সার সরবরাহ করেন। উক্ত সার সরবরাহ এখনো অব্যাহত আছে।
- তিনি চা শ্রমিকদের শ্রমকল্যাণ নিশ্চিত করেন; যেমন-বিনামূল্যে বাসস্থান, সুপেয় পানি, বেবি কেয়ার সেন্টার, প্রাথমিক শিক্ষা ইত্যাদি। এছাড়া রেশন সুবিধা চালু করেন যা এখনো অব্যাহত আছে।
- তিনি ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ টি রিসার্চ স্টেশনকে পূর্ণাঙ্গ চা গবেষণা ইনস্টিটিউটে উন্নীত করেন। বর্তমানে তা বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (BTRI) নামে পরিচিত।